স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

[রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অষ্টম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের কাছে দীক্ষালাভ করেছিলেন শ্রীসারদা মঠের সন্ন্যাসিনী প্রয়াত প্রব্রাজিকা অসিতাপ্রাণামাতাজী (সুধীরা দেবী)। মঠে যোগদানের বহু বছর আগে থেকে তিনি পূজনীয় মহারাজের পূত সঙ্গ লাভ করেন। মহারাজের লিখিত চিঠিপত্র তাঁর কাছে সযত্নে রক্ষিত ছিল। সেগুলি সকলের গোচরে আনতে চেয়ে নিবোধত পত্রিকা দপ্তরে দিয়ে সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণা, সম্পাদিকা, বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন। চিঠিগুলির বানান অপরিবর্তিত।—সঃ]

বেলুড় মঠ
৭।২।৫৮

পরম কল্যাণীয়া স্নেহের মা সুধীরা ও শীলা,

তোমাদের পত্র আমি গত ৩১।১ তারিখে নাগপুর থেকে এখানে এসে পেয়েছি।

আমি যেমন বলেছি—শ্রীশ্রীঠাকুর ও মাকে সেইভাবে হৃদয়মধ্যে দুটি পদ্মে বসে আছেন এইভাবে ধ্যান করবে। একসঙ্গেই তাঁদের ধ্যান করতে চেষ্টা করবে। জপের সময়ও ধ্যান করতে চেষ্টা করবে। গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে আন্তরিকতার সহিত লেগে পড়ে থাক। তাঁদের কৃপায় ক্রমশঃ সব সহজ হয়ে আসবে।

আমার সারগাছির দিকে যাওয়া হবে কি না, এখনও ঠিক বলতে পারি না। প্রভুর ইচ্ছা হলে হয়তো ভবিষ্যতে হতেও পারে। তোমরা কি কি বই পড়বে প্রভৃতি এইসব প্রশ্নের উত্তর প্রেমেশানন্দ মহারাজের কাছ থেকে জেনে নিও। আমার পক্ষে এই বিষয়ে বেশি পত্রাদি লেখা সম্ভব নয়।

আমার শরীর প্রভু একপ্রকার চালিয়ে নিচ্ছেন। তোমরা সকলে আমার আন্তরিক স্নেহাশীষ জানবে। ইতি

চিরশুভানুধ্যায়ী বিশুদ্ধানন্দ

বেলুড় মঠ
১১।৭।৫৮

পরম কল্যাণীয়া স্নেহের মা সুধীরা,

তোমার ৮।৭ তারিখের পত্র পেয়ে সমাচার অবগত হয়েছি। তোমার সেই মাথার ব্যথাটা এখন বেশ কমেছে জেনে সুখী হলাম। আমি যেমন বলেছি সেইভাবে জপধ্যানাদি করবে। শ্রীশ্রীঠাকুর ও মার প্রতি ভালবাসাই হোল আসল। তাঁদের যতো বেশী আপনার করে নিয়ে ভালবাসতে পারবে, ততোই শান্তি ও

আনন্দের পথে এগিয়ে যেতে পারবে।... প্রভু তোমাদের সতত সুস্থ, শান্তি ও আনন্দে রাখুন!... তোমরা সকলে আমার আন্তরিক স্নেহাশীষ জানবে। চিরশুভানুধ্যায়ী বিশুদ্ধানন্দ

রামকৃষ্ণ মিশন টি বি স্যানাটোরিয়াম, রাঁচি
৯।৯।৫৮

পরম কল্যাণীয়া স্নেহের মা সুধীরা,

... তুমি এবার B. T. পাশ করেছ এবং উহাতে Sec. class পেয়েছ জেনে খুবই সুখী হলাম।...

মন বসুক না বসুক জপধ্যানাদি নিয়মিতভাবে করে যেতে ছাড়বে না। গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে আন্তরিকতার সহিত তাঁর প্রদর্শিত পথে লেগে থাক। মন হোল গঙ্গার জোয়ার ভাটার মতো উভয়বাহিনী। সুতরাং মনের এই বহির্মুখীন ও চঞ্চল অবস্থার জন্য ঘাবড়াবার কিছু নাই। মনে মনে সব সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুর ও মার নাম জপ করতে অভ্যাস করবে। অভ্যাস, বিষয়ে বৈরাগ্য ও সাধুসঙ্গ ছাড়া মন স্থির করবার অন্য কোন সহজ উপায় নাই। ঐসব বিষয়ে তো প্রেমেশানন্দ মহারাজকেও জিজ্ঞাসা করতে পার।...

ইতি চিরশুভানুধ্যায়ী বিশুদ্ধানন্দ

ঁবিজয়া, ১৩৬৫

পরম কল্যাণীয়া স্নেহের মা সুধীরা,

তোমার ৭।১০।৫৮ তারিখের পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তুমি এবং অন্যান্য সকলে আমার ঁবিজয়ার আন্তরিক স্নেহাশীষ জানিবে। প্রভু ও মার চরণে তোমাদের ভক্তি, বিশ্বাস ও অনুরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হউক—ইহাই প্রার্থনা করি। ইতি সতত শুভানুধ্যায়ী বিশুদ্ধানন্দ

[পুনশ্চ] তোমার প্রেরিত প্রণামী ৫ টাকার m.o. পেয়েছি। তোমার সেই মাথার ব্যথাটার জন্য ডাক্তার দেখাচ্ছ জানলাম। প্রভুর কৃপায় শীঘ্র উহা নিরাময় হয়ে উঠুক, এই প্রার্থনা করি।... মন স্বভাবতই চঞ্চল ও বহির্মুখ বলে হতাশ হবার কিছু নাই। গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে তাঁর প্রদর্শিত পথে আন্তরিকতার সহিত লেগে থাক। আমার আশীর্বাদ সর্ব্বদাই তোমার উপর আছে জানবে।

শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির, জয়রামবাটী,
১৩।১২।৫৮

পরম কল্যাণীয়া স্নেহের মা সুধীরা—

... তুমি ভোরবেলা স্নান সেরে জপধ্যান করতে বসলে সে সময় ঘুম পায়—তার প্রতিকার কি জানতে চেয়েছ। প্রতিকার আর কি? চেষ্টা করে ঘুমকে তাড়াতে হবে। কাছে একটা শিশিতে সরিষার তেল রাখবে। যখন খুব ঘুম পাবে চোখে এক ফোঁটা করে দেবে। ইহাতে ঘুমও আসবে না, জপধ্যানও হবে না, কেবল ঘুমটাকে তাড়ান হবে। কিন্তু চোখ পরিষ্কার থাকবে।

তোমার শরীরের প্রতিও লক্ষ্য রাখবে। প্রয়োজন হলে কলিকাতায় যেয়ে চিকিৎসা করাবে লিখেছ। নিশ্চয়ই, শরীরে ব্যাধি থাকলে তাকে তাড়াবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে এবং রোগের সুরুতেই

উহা করা দরকার।

আমি কিছুদিন বিশ্রামের জন্য এখানে এসেছি। তোমরা যখনই আমাকে পত্রাদি দেবে আমার বেলুড় মঠের ঠিকানায় দিও, তাহলে আমি যেখানেই থাকি না কেন, উহা সময়মতো পাব।...

ইতি চিরশুভানুধ্যায়ী বিশুদ্ধানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, কামারপুকুর
১০।১।৫৯

পরম কল্যাণীয়া স্নেহের মা সুধীরা,

... তুমি লিখেছ দেখতে ২ একবছরের বেশী হয়ে গেল কিন্তু এখনও সব সময়ে বেশ মন বসে না। মন বসা অতো সহজ নয়। বছরের পর বছর দীর্ঘদিন ধরে লেগে থাকতে হবে। তোমার ঐ B.A., B.T. পাশ করতে কতদিন সময় লেগেছে? তবে হতাশ হবার কিছু নাই। গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে লেগে থাক, প্রভুর কৃপায় ক্রমশঃ হবে।... ইতি চিরশুভানুধ্যায়ী বিশুদ্ধানন্দ

বেলুড় মঠ
২০।২।৫৯

পরম কল্যাণীয়া স্নেহের মা সুধীরা,

... তোমার শ্রীশ্রীঠাকুর ও মার জন্মভূমি দর্শনাদি করে খুব ভাল লেগেছে ও ওখানের কথা প্রায়ই মনে হয় জেনে সুখী হলাম।... ঐ দুই পুণ্যতীর্থ দর্শনের বিবরণাদি সব লিখে রেখো। ভবিষ্যতের জন্য উহা মনের খোরাক হয়ে থাকবে। পরে উহা যখন পড়বে খুব আনন্দ পাবে।... ইতি চিরশুভানুধ্যায়ী বিশুদ্ধানন্দ

বেলুড় মঠ
১৩।৪।৫৯

পরম কল্যাণীয়া স্নেহের মা সুধীরা,

তোমার পত্র ও আবির আমি গত ২৬।৩ তারিখে পেয়েছিলাম ও সব সমাচার অবগত হয়েছিলাম। এই সঙ্গে প্রসাদী আবির পাঠালাম। তুমি উহা নিও এবং স্নেহের মা ভারতীকে কিছু দিও।

শ্রীশ্রীঠাকুর ও মাকে ধরে চলো। তাঁদের পুস্তকাদি পাঠ, জপধ্যান, স্মরণ, মনন প্রভৃতির ভিতর দিয়ে যতো তাঁদের ধরে চলতে পারবে, ততোই শান্তি ও আনন্দের পথে এগিয়ে যাবে।...

ইতি চিরশুভানুধ্যায়ী বিশুদ্ধানন্দ

বেলুড় মঠ
৪।৬।৫৯

পরম কল্যাণীয়া স্নেহের মা সুধীরা,

... তুমি যে সারদা মঠে যোগদান করার ইচ্ছার কথা লিখেছ ঐ বিষয়ে তুমি সারদা মঠের প্রেসিডেন্টের কাছেই জানাও। ঐ বিষয়ে তাঁরা যেমন বলবেন সেইভাবে চলবে।... আমার উপদেশমতো শ্রীশ্রীঠাকুর ও

মাকে ধরে সর্ব্বদা চলতে চেষ্টা করবে। তাঁদের ধরে থাকতে পারলে কোন ভয় নাই। তাঁদের প্রতি ভক্তি, বিশ্বাস ও অনুরাগের জন্য কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করবে। ইতি—চিরশুভানুধ্যায়ী বিশুদ্ধানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বাঁকুড়া
৩১।৭।৫৯

পরম কল্যাণীয়া স্নেহের মা সুধীরা,

... সারদা মঠ থেকে তোমাকে যেরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছে, সেইভাবে চলতে চেষ্টা করবে। শ্রীশ্রীঠাকুর ও মাকে খুব করে ডাক ও তাঁদের ধরে চলতে চেষ্টা কর, বাকী যা দরকার সব তাঁরা করিয়ে নেবেন।

... আমাকে পত্রাদি সব বেলুড় মঠের ঠিকানাতেই দেবে।... ইতি—চিরশুভানুধ্যায়ী বিশুদ্ধানন্দ

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, মোরাবাদী, রাঁচি
২৫।৯।৫৯

পরম কল্যাণীয়া স্নেহের মা সুধীরা,

... তোমার বম্বে যাওয়ার বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করেছ কেন? ঐ বিষয়ে তুমি নিজেই ঠিক করবে। বিদেশে গেলেও অন্ততঃ সারাদিনের মধ্যে একবার সময় করে বসবে এবং জপধ্যানাদি করে নেবে। গাড়ীর মধ্যে (ট্রেনে) অবশ্য ঐভাবে জপধ্যান করা সম্ভব নয় তখন মনে ২ জপ পূজাদি ও স্মরণমনন করবে।...
—চিরশুভানুধ্যায়ী বিশুদ্ধানন্দ

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, মোরাবাদী, রাঁচি
১২।৯।৬০

পরম কল্যাণীয়া স্নেহের মা সুধীরা,

... তুমি নিত্য যতটুকু সময় পাও তারই মধ্যে বসে শ্রীগুরুর আদেশগুলি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত পালন করে যাও। তারপর সব সময়ে কাজের মধ্যে আবোল তাবোল চিন্তা না করে শ্রীশ্রীঠাকুর ও মার যথাসম্ভব স্মরণমনন ও তাঁদের নাম জপ করা অভ্যাস করবে। জপের সংখ্যা আর রাখতে হবে না। বসে যাহা জপ করবে উহারই সংখ্যা রাখবে। শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের জপ প্রত্যেকের ৫০০ করে হাজার বার করলেই যথেষ্ট হবে। এই সময়েই মানসপূজা করবে,—আর অন্যসময়ে ইহা করতে হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর ও মার চরণে তোমাকে অর্পণ করেছি। সুতরাং তোমার ভয় কি? তাঁরা তোমার সকল ভার গ্রহণ করেছেন,—ইহা নিশ্চয় জেনে কখনও মনে নৈরাশ্য, অবসাদ বা দুর্ব্বলতা আনবে না। আজ আসি। আমার আন্তরিক স্নেহাশীষ জেনো। ইতি চিরশুভানুধ্যায়ী বিশুদ্ধানন্দ

বারাণসী-১
২৬।১।৬১

পরম কল্যাণীয়া স্নেহের মা সুধীরা,

... এই বৃদ্ধ শরীর (এই ৮০ বৎসর হতে চলল) এখন চিঠিপত্রাদি পড়তে বা উত্তর দিতে মন একেবারেই

নারাজ। এইসব জেনে খুব কম ২।১ মাস অন্তর ছোট পত্র দিও।

স্নেহের মা লক্ষ্মীর* পত্র পেয়েছি। তাকে আমার আন্তরিক স্নেহাশীষ জানিয়ে বলো যে তার শ্রীগুরুর আশীর্বাদ ও শ্রীহস্ত তার মস্তকের উপর সর্ব্বদা রয়েছে। সুতরাং তার কোনও ভয়, ভাবনা নাই।

মাতৃভবনের রাজলক্ষ্মীর পত্র পেয়েছি। তাকে আমার স্নেহাশীষ জানিয়ে বলো যে শ্রীশ্রীঠাকুর ও মার করুণা ও আশীষ সতত তার উপর বর্ষিত হচ্ছে এবং ভক্তিপ্রাণা ও সেবাপ্রাণাকেও আমার আন্তরিক স্নেহাশীষ জানাবে এবং বলবে যে তাদের নূতন বাড়ির ভিত্তিস্থাপন আজ মাধবানন্দ করবে জেনে আনন্দিত হলাম। প্রভু ও মা মাতৃভবনের এই শুভানুষ্ঠানের সহায় হোন!

এখন তোমার পত্রের উত্তর দিচ্ছি। বর্তমানে রুদ্রাক্ষের মালার দাম ৩৫ টাকা থেকে ৪০ টাকার মধ্যে। পরে আমার আদেশমতো ১২০ বার করে শ্রীশ্রীঠাকুর ও মার জপ শেষ করে সব সময়ে মানসিক জপ অভ্যাস করবে। এখন আর মালার দরকার নাই। আসল কথা মনকেই মালা করে তুলতে হবে। জপের সংখ্যা রাখবার দরকার নাই। সব সময়ে জপ অভ্যাস করতে পারলে, কাজের ভেতরেও জপ অভ্যাস করা যায়। যেমন দাঁতের গোড়ায় ব্যথা হলে সেখানে মন রেখে সব কাজ করা যায়।

বীজ ও ইষ্টমন্ত্র একই। ইষ্টমন্ত্রই শিবলিঙ্গের উপর জপ করা যায়, শিব আর ইষ্টকে অভেদ জ্ঞান করে।

আমার আন্তরিক স্নেহাশীষ জানবে এবং ওখানের আর ২ সকলকে জানাবে। ইতি চিরশুভানুধ্যায়ী

বিশুদ্ধানন্দ

বারাণসী-১
১৫।৩।৬১

পরম কল্যাণীয়া স্নেহের মা সুধীরা,

তোমার চিঠি পেয়ে সুখী হয়েছি। যখন আবির দেবে তখন ওখানেই আমার ছবিতে যাহোক করো, এখানে উহা পাঠাবার দরকার নাই।

মনকে নিয়েই জপধ্যান করতে হয়। তুমি, তোমার মন ও ইষ্ট—এই তিনটী চিন্তা করবে। আর অন্য চিন্তা সব তাড়িয়ে দেবে। যদি ইহাতে একটু অসুবিধা হয় তাহলে শ্রীশ্রীঠাকুর ও মার ছবি সামনে রেখে তাঁদের দিকে তাকিয়ে জপধ্যানাদি করবে। মনকে সঙ্গে না রাখলে কিছুই হবে না। যত শ্রীশ্রীঠাকুর ও মার প্রতি ভালবাসা আসবে এবং আপনার জ্ঞান করতে পারবে, ততোই চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত মন ক্রমশঃ শান্ত হয়ে আসবে। আর কাজের মধ্যে সব সময়ে তাঁর জপ, স্মরণমনন একটু নেশা সব সময়ে রাখবে। মোটকথা, কর্ম্ম ও উপাসনা যেন একসঙ্গেই চলে।... ইতি—চিরশুভানুধ্যায়ী বিশুদ্ধানন্দ

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বারাণসী-১
১৭।৬।৬১

পরম কল্যাণীয়া স্নেহের মা সুধীরা,

তোমার চিঠি পেয়ে অত্যন্ত দুঃখিত হলাম। যত কিছু গন্ডগোল ও দ্বন্দ্ব সবই আমাদের মনে। মনকে

*পরবর্তী কালে শ্রীসারদা মঠের তৃতীয় অধ্যক্ষা পরমপূজনীয়া প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণামাতাজী।

জপধ্যানাদি সাধনভজনে না রাখতে পারলে পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিয়ে ও খুঁটিনাটির মধ্যে সে এইসব গন্ডগোলের সৃষ্টি করে থাকে এবং অশান্তি ভোগ করে। ইহার জন্য আমরাই দায়ী, অন্য কেহই নয়। সুতরাং খুব সাবধানে চলবে। মনটাকে খুব বড় ও উদার করা চাই।

Sweet behaviour, sweet temper, sweet words এই তিনটী মানব চরিত্রের মূল্যবান অলঙ্কারস্বরূপ। শ্রীশ্রীমা বলতেন, অপরের দোষ না দেখে নিজের ভেতর দোষ দেখে উহা সংশোধনের চেষ্টা করবে। আর সকলকে ভালবাসবে ও আপনার করে নেবে। জেনো, ইহাতেই একমাত্র শান্তি।

আর বেশী কিছু লিখবার নেই। শ্রীশ্রীঠাকুর ও মা তোমাকে তাঁদের চরণে টেনে এনে আশ্রয় দিয়েছেন। সুতরাং তোমার ভয় কি? খোঁটা ধরে ঘোরার মতো তাঁদের সম্পূর্ণ আশ্রয় করে চলতে শেখ। তাঁদের আশীষ ও করুণা সতত তোমার শিরে বর্ষিত হোক। তাঁরা সর্ব্বদা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করছেন। আমার শরীর ভালয় মন্দয় প্রভু একপ্রকার চালিয়ে নিচ্ছেন। আমার আন্তরিক স্নেহাশীষ নিও। আজ আসি।

ইতি চিরশুভানুধ্যায়ী বিশুদ্ধানন্দ

বারাণসী-১
৩০।৭।৬১

পরম কল্যাণীয়া স্নেহের মা সুধীরা,

... সাধনভজনে খানদানি চাষার মতো নিষ্ঠা থাকা চাই। খানদানি চাষা হাজাশুকো কিছু মানে না, চাষ করে যায়—উহা ছাড়ে না। প্রথমে গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা এবং খানদানি চাষার এই নিষ্ঠা অবলম্বনে সাধনার পথে এগুতে হয়। ইহা সবসময়ে মনে রেখে চলবে।... ইতি চিরশুভানুধ্যায়ী বিশুদ্ধানন্দ

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বারাণসী-১
১৯।৯।৬১

পরম কল্যাণীয়া স্নেহের মা সুধীরা,

তোমার ২৪।৮ তারিখের পত্র পেয়েছি। তোমার তিনটা প্রশ্নের উত্তর এই :—

১। কাপড় ছেড়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে শুদ্ধাচারে জপ করবে অন্যত্র আসনে বসে,—বিছানায় নয়।

২। হাঁ, বাঁ হাতে জপের সংখ্যা রাখতে পার। একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা রেখে জপধ্যানাদি করবে প্রত্যহ।

৩। হাঁ, প্রণবই শ্রীশ্রীঠাকুর, মা রূপে প্রকাশিত বা আবির্ভূত। বীজমন্ত্রের সহিত ইষ্টকে অভেদজ্ঞান করবে। শ্রীশ্রীঠাকুর ও মা সর্ব্বদা তোমাদের ধরে আছেন জানবে।

আর সব মনে যেসব ছোটখাট প্রশ্ন উঠবে (তোমাদের প্রশ্নের তো অন্ত নাই) সেইসব প্রশ্নের উত্তর, আমাকে না লিখে ওখানে সরলার* নিকট হতে সব জেনে নেবে।

আমার এই বৃদ্ধ শরীর ভালয় মন্দয় একপ্রকার চলে যাচ্ছে। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীষ জানবে।

ইতি চিরশুভানুধ্যায়ী
বিশুদ্ধানন্দ

*শ্রীশ্রীমায়ের সেবিকা, শ্রীসারদা মঠের প্রথম অধ্যক্ষা পরমপূজনীয়া প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণামাতাজী।